# KHABOR SOJASUJI

# খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 22 ● Bardhaman ● 30 April 2026 ● Rs. 2.00 ( Four Pages )


## এক নজরে

● ''বাংলায় যতক্ষণ বিজেপি থাকবে বিজেপিকে দেখিয়ে তৃণমূল থাকবে। বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে পশ্চিম বাংলায় তৃণমূলের থাকাটা নিশ্চিত করে দেওয়া'', সমর হাজরার সমর্থনে জৌগ্রামের নির্বাচনী সভা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী।

● ভোট শতাংশ বেড়েছে বলে লাফালাফির কিছু নেই।ভোট না দিলে হয়তো ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়বে নাম,সেই আতঙ্কেই বুথমুখী অনেকে,সাথে যোগ দিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকরা।

● প্রথম দফা ভোটের দিনই কুমারগঞ্জে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী।কিল চড় ঘুষি মারার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশের সামনেই মারধর করার অভিযোগ।

● নির্বাচন কমিশনের পাওয়ার আছে বলে যা খুশি করা যায় না,বাইক নিয়ে কড়াকড়িতে কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করল হাইকোর্ট।

● ''নেতা বাঁচানোর লড়াইয়ের বিরুদ্ধে বাংলা বাঁচানোর লড়াই চলছে'',সমর হাজরার সমর্থনে জামালপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএম যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী।

● ৮ মে প্রকাশিত হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট এবং ১৪ মে প্রকাশিত হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট।

● ''আমরাই জিতবো'', সমর হাজরার সমর্থনে জামালপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন সিপিএমের যুব নেতা অয়নাংশু সরকার।

● ''কোনো বালি চোরের স্থান নেই জামালপুরে'',সমর হাজরার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএমের যুব নেতা অয়নাংশু সরকার।

● ভোটের আগে সুবিধাবাদী লোকেরা শুধু এ ডাল ও ডাল করছে।ভাবছে আমরা যেদিকে যাব জনগণও সেদিকে যাবে।সেটা কি কখনও হয় ? মানুষকে আপনারা ভাবেন টা কি ?

● দলবদলু নেতাদের নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে জনগণের মনের কথা শুনুন,জনগণই আসল ভিআইপি।নেতা এ ডাল ও ডাল করলে কি হবে,জনগণ তো স্থির, তাদের হাতেই চাবিকাঠি।

● ''তৃণমূলকে বিজেপি হারাতে পারবে না,ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূলকে বামপন্থীরাই হারাবে।সমর হাজরা'ই এখানকার বিধায়ক হবে'',

(এরপর চারের পাতায়)

## ঘিয়া নদীকে দূষণমুক্ত করতে কড়া বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন - ঘিয়া নদীকে দূষণমুক্ত করতে কারখানা মালিকদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এক মাসের মধ্যে ঘিয়া নদী দূষণ রোধে কারখানা মালিকরা যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেন,তাহলে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হুগলি জেলার গুড়াপে হাইরোডের ধারের কারখানার দূষণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন জায়গায় দরবার করছেন সাধারণ মানুষ।কিন্তু তাদের কথাই কেউই কর্ণপাত করেনি। অবশেষে ভোটের মুখে ঘিয়া নদী

দূষণ নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অসীমা পাত্রের সমর্থনে গুড়াপের কংসারীপুরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভা থেকে কারখানা মালিকদের চেতাবনি দিলেন অভিষেক। অভিষেক বলেন,গুড়াপে কয়েকটি কারখানা আছে। সেখান থেকে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

## খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে খুলে দেওয়া হল বন্ধ নিকাশি ড্রেন,স্কুল চত্বর থেকে সরল জল

নিজস্ব প্রতিবেদন - খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।খবর প্রকাশের ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ছুটে এল কন্টাক্টরের লোকজন।জেসিবি দিয়ে রাস্তা কেটে স্কুল চত্বর থেকে বের করা হল জমা জল।বসানো হল হিউম পাইপ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবিবার সকালেই স্কুল চত্বরে জমা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর প্রকাশিত হবার আগের ছবি

খবর প্রকাশিত হবার পরের ছবি।

## পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন ?

নিজস্ব প্রতিবেদন - দু'একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর শান্তি পূর্ণ ভাবেই শেষ হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন।ছোট খাটো দু'একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বড় কোনো অঘটন ঘটেনি। অবশ্যই এরজন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।হাতে আর মাত্র তিন দিন।তার পরেই জানা যাবে রাজ্যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে না তৃণমূল আবারও চতুর্থ বারের জন্য সরকার গঠন করতে চলেছে।এখন শুরু অপেক্ষার পালা।মানুষ কিন্তু খুব চুপচাপ।কেউই মুখ খুলছে না।লক্ষীর ভান্ডারের জয় হবে না অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জয় হবে তা চার তারিখেই জানা যাবে।বামেরাও যে এবারে আর শূন্য থাকবে না সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।মালদা এবং মুর্শিদাবাদে এবারে ভালো ফল করবে কংগ্রেস।প্রচারের সময় বিভিন্ন জায়গায় ভাইজানের সভায় যা ভিড় হয়েছে তা দেখে অনুমান করা যায় এবার শুধু ভাঙড় নয়,আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় ভালো ফল

(এরপর দুয়ের পাতায়)

## কাদামাটিতে বিপজ্জনক অবস্থা রাস্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধান কাটার মরশুম শুরু হয়েছে।আবারও রাস্তায় পড়তে শুরু করেছে কাদামাটি।ধান কাটা মেশিন এবং ট্রাক্টরের চাকা থেকে রাস্তায় পড়ছে কাদামাটি, অভিযোগ। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।তার ওপর আবার বুধবার বৃষ্টির ফলে রাস্তা হয়ে উঠেছে পিচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ছেন বাইক আরোহীরা।ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত রোহিয়া শ্মশান সংলগ্ন এলাকার ২৩ নং রাস্তার ছবি।

. গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন ভোটারদের।ধনেখালি বিধানসভার দশঘরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

খবর সোজাসুজি
Volume-3 ● Issue- 22 ● 30 April, 2026

## বুথ ফেরত সমীক্ষা

ভোট শেষ হতে না হতেই বুথ ফেরত সমীক্ষা বলে যা চালানো হচ্ছে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফিল্ড সার্ভের থেকে তো এখন এআই'কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।এআই দিয়ে তো আর মানুষের মনের কথা জানা যায় না।এআই দিয়ে কেমন কাজ হয় সেটা তো আপনি এসআইআর এ দেখেছেন,তার যন্ত্রণা এখনও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।এআই এর দৌলতে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটার আজ ভোটাধিকারহীন। বুথ ফেরত সমীক্ষার নামে যা চালানো হচ্ছে তা সব সময় নির্ভুল নয়।কখনো মেলে,কখনও মেলে না।বুথ ফেরত সমীক্ষা ২০২১ এ মেলেনি,২০২৪ এ মেলেনি,২০২৬ এও হয়তো মিলবে না।বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে চায়ের দোকানে ঝড় তোলা যায়, কিন্তু বাস্তবে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই রাজ্যে আবার সবুজ ঝড়,না গেরুয়া ঝড় তা জানতে ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।কারণ জনতা জনার্দনের রায় তো এখন ইভিএম বন্দী।৪ মে'ই জানা যাবে বাংলার মসনদে বসবে কে।

## পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন ?

(প্রথম পাতার পর)

করবে আইএসএফ।দু'একটা সিট হুমায়ুন কবীরও পেতে পারেন। অনেকেই আবার বলছেন,একক ভাবে তৃণমূল বা বিজেপি কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে।যদিও সবটাই অনুমান।তবে যদি সত্যিই এরকম কোনো ঘটনা ঘটে,সেক্ষেত্রে বাম এবং বাম সহযোগী দলগুলি সরকার গঠনে যে একটা নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে সেকথা বলাই যায়।তবে এবারের ভোটের অঙ্ক বড় জটিল।এসআইআরের ফলে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেছে।মৃত, স্থানান্তরিত,ডুপ্লিকেট ভোটারের নাম তো আগেই বাদ গেছে।গণদেবতার রায় কোন্ দিকে যাবে সহজে তা বলা যাবে না।আর বুথ ফেরত সমীক্ষা সব সময় নির্ভুল হয় না।তাই রাজ্যে তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন তা জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ৪ তারিখ পর্যন্ত। ৪ মে জানা যাবে জনতা জনার্দনের রায় কোন্ দিকে।

### ভোটরঙ্গ

**সিদ্ধেশ্বর দত্ত**

অফিস থেকে অফিস ঘুরে
হন্যে হয়ে ক্লান্ত,
এই বয়সেও এমন ব্যামো
হবে কে তা জানত !
ক্ষ য়ে ক্ষ য়ে শুকতলা তার
ছিঁড়লো পায়ের জুতো
নাভিশ্বাসে ওষ্ঠাগত
এস আই আর -এর গুঁতো !
নাম কেন নেই হতাশ হয়ে
ভোটার হেথায় হোথায়,
বুঝছে না সে গলদটা ঠিক
কোনখানে বা কোথায় !
বিদঘুটে আর খটমট
আজব কিসব শব্দ,
অ্যাডিজুডি ডিসক্রিপেন্সি
উচ্চারণেই জব্দ !
দিস্তে কাগজ জমা করেও
নাম তোলে কার সাধ্যি !
এদিকেতে উঠলো বেজে
জমিয়ে ভোটের বাদ্যি।
বাদ তালিকায় পাড়ার দাদু
আটকে লজিকালে তে -
বলল, ঠাকুর বাকি কি আর
দেখব কলিকালে তে !!

## ঘিয়া নদীকে দূষণমুক্ত করতে কড়া বার্তা

(প্রথম পাতার পর)

দূষিত জল ঘিয়া নদীতে পড়ছে।যার ফলে গুড়াপ,ভাস্তাড়া, কংসারীপুর সহ আশেপাশের ৫০/৬০ টি গ্রামের মানুষ বিপদে আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে একবার পরিদর্শন করা হলেও এখনও পর্যন্ত সুরাহা হয়নি। চাষীভাইদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। মানুষের অসুবিধা করে যদি কেউ ভাবে পার পেয়ে যাব, সেটা হবে না বলে জানান তিনি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুড়াপের কয়েকটি গেঞ্জি কারখানার দূষিত জল ঘিয়া নদীতে পড়ছে।এর ফলে ঘিয়া নদীর দূষণ বাড়ছে,মার খাচ্ছে চাষ,ক্ষতি হচ্ছে চাষীদের।ঘিয়া নদী দূষণ রোধে অভিযেকের কড়া বার্তার পর কারখানা মালিকরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

# সভ্যতার আড়ালে অন্ধকারের হাতছানি!

নীহারিকা মুখার্জ্জী চ্যাটার্জ্জী

গুহাবাসী যাযাবর জীবন থেকে সমাজবদ্ধ গৃহবাসী সভ্য হওয়া পর্যন্ত মানুষের মাঝখানের যাত্রাপথটা দীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর। নিজের বুদ্ধি আর প্রযুক্তির জোরে মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। জল, স্থল ছাড়িয়ে মহাকাশও আজ তার করায়ত্ত। কিন্তু এই আকাশছোঁয়া উন্নতির উল্টো পিঠে একটা কঠিন প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বারবার আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে - আমরা কি সত্যিই সভ্য হয়েছি? নাকি সভ্যতার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে আমরা ক্রমেই এক গহীন অন্ধকারের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি?

ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির প্রধান স্তম্ভ ছিল একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার এক অটুট বন্ধন ছিল। কিন্তু তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ সেই বড় পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গড়ে উঠেছে 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'। নাতি-নাতনির হাসিমুখ দেখার পরিবর্তে আজকের বৃদ্ধ মা-বাবার শেষ আশ্রয় হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমের চার দেওয়াল। যে বয়সে তাঁরা পারিবারিক স্নেহের ছাতা হওয়ার কথা ছিল, সেই বয়সে তাঁরা হয়ে পড়ছেন ব্রাত্য। একাকিত্ব হয়ে উঠেছে তাদের শেষ জীবনের চরম পরিণতি। অথচ এটা হওয়ার কথা ছিল না!

শিশুদের অবস্থা আরও করুণ। মা-বাবার অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে শিশুদের শৈশব আজ বইয়ের ব্যাগের নিচে চাপা পড়ে গেছে। দাদু-ঠাকুমার রূপকথার গল্পের বদলে তাদের জীবন কাটছে প্লে-স্কুল আর কোচিং সেন্টারের বদ্ধ ঘরে। মা-বাবার স্নেহের স্পর্শটুকু পাওয়ার আগেই তারা যান্ত্রিকতার পাঠ নিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'অমল'-এর মতো জানলার ওপারে পৃথিবীটাকে দেখতে দেখতেই তাদের দিন কেটে যাচ্ছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এতটাই যে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে শিশু তার নিজের বাবাকে চিনতে না পেরে মাকে প্রশ্ন করবে - "এই লোকটা কে?" পড়ার চাপে শিশু তার বাবার স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে ঠিকই, কিন্তু আমরা কি প্রযুক্তির ব্যবহার করছি নাকি প্রযুক্তি আমাদের ব্যবহার করছে? আজ হাতে হাতে স্মার্টফোন। মানুষ ভিড়ের মধ্যে বসে থেকেও একা। পাশে বসা রক্তমাংসের মানুষটির চেয়ে স্ক্রিনের ওপারে থাকা 'ভার্চুয়াল' জগতই আমাদের কাছে বেশি আপন হয়ে উঠেছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনা। চলন্ত ট্রেনের জানালার বাইরের অপরূপা প্রকৃতির দৃশ্য দেখা থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাই।

ভার্চুয়াল জীবন আসলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। এটি আমাদের সাময়িক বিনোদন দিলেও মানসিক শান্তি বা প্রকৃত সামাজিক সংহতি দিতে পারছে না। অনলাইন জগতের আকর্ষণে আমরা বাস্তব জীবন থেকে 'বেলাইন' হয়ে যাচ্ছি। মানুষের চোখের ভাষা পড়ার সময় নেই, সবাই ব্যস্ত লাইক আর কমেন্টের সংখ্যা গুনতে। এই কৃত্রিমতা আমাদের আবেগগুলোকে মেরে ফেলছে। সংখ্যা কম হলেই মানসিক দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ি।

গুরুজনদের সম্মান করা বা সামাজিক সৌজন্যবোধ আজ যেন বিলুপ্তপ্রায়। অসম্মান করাটাকেই এক শ্রেণির মানুষ আধুনিকতার 'ট্রেন্ড' বলে মনে করছেন। সম্পর্কগুলো আজ হৃদয়ের টান নয়, বরং স্বার্থের তুলাদণ্ডে মাপা হচ্ছে। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। কিন্তু এই অর্থের নেশায় ছুটতে ছুটতে আমরা যে মানসিক সুখ, আনন্দ আর প্রশান্তি হারিয়ে ফেলছি, সেই খবর কি কেউ রাখছি? উত্তরণের পথ কোথায়? উত্তর জানা থাকলেও নীরবতাকে হিরন্ময় মনে করি।

মানুষের আচরণ আজ অনেক ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর জীবের চেয়েও অধম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ যারা সমাজকে পথ দেখাবে, আজ সেই রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার চক্রব্যূহে বন্দি। অন্যদিকে, কর্পোরেট সেক্টরগুলো কেবল আরও মুনাফা কামানোর নেশায় মত্ত। প্রশ্ন জাগে, সমাজ বা পৃথিবীটাই যদি মানবিকতাহীন মরুভূমি হয়ে যায়, তবে এই বিপুল অর্থ দিয়ে কী হবে?

সভ্যতা মানে কেবল উঁচু ইমারত বা দ্রুতগামী ইন্টারনেটের গতি নয়। সভ্যতা মানে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ, পরিবারের প্রতি টান এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা। চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ার আগেই আজ সমাজতত্ত্ববিদ, চিন্তাবিদ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কেবল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নয়, সবার আগে 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে। কারণ 'মানুষ যে আজ আর নেইকো মানুষ...'। তা না হলে একদিন আমাদের এই তথাকথিত 'সভ্যতা' নিজের তৈরি যন্ত্রের নিচে পিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। অন্ধকারের চাদর সরিয়ে কেউ কি আশার আলো দেখাবেন না? -(সংগৃহীত আনন্দ বাংলা)

## খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে খুলে দেওয়া হল

(প্রথম পাতার পর)

জল নিয়ে খবর সোজাসুজি পত্রিকার ফেসবুক পেজে খবর করেছিলাম আমরা।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রাম অঞ্চলের অন্তর্গত নারায়ণপুর স্কুলের সামনে সাঁকো তৈরির জন্য অস্থায়ী ভাবে রাস্তা তৈরি করে মাটি ফেলে নিকাশি পাইপ না দিয়েই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল নিকাশি ড্রেন।আর তার ফলেই নদীর জল ঢুকতে শুরু করেছিল স্কুল চত্বরে।চাষীদেরও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল,মাঠে কোনো জল যাচ্ছিল না।জমা জলে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল এলাকায়।তারওপর আবার দু'দিন পরেই ছিল ভোট।জল পেরিয়ে কিভাবে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে আসবেন সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছিল।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,কুড়ি পঁচিশ দিন ধরে এরকম অবস্থা হয়ে থাকলেও কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।অবিলম্বে নিকাশি পাইপ বসিয়ে স্কুল চত্বর থেকে জল বের করার ব্যবস্থা করার দাবিতে সরব হন এলাকার মানুষজন।আর এদিন সকালে সেই খবর সম্প্রচার করার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।খবর প্রকাশিত হওয়ার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ছুটে আসেন কন্টাক্টরের লোকজন,জেসিবি দিয়ে রাস্তা কেটে স্কুল চত্বর থেকে জল বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়,খুলে দেওয়া হয় নিকাশি ড্রেন,বসানো হয় হিউম পাইপ।

''বিজেপি যদি ভাইরাস হয় তাহলে ভ্যাকসিনের নাম তৃণমূল'', ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে জামালপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে মন্তব্য করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সকাল থেকেই গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল ভোটাররা।জামালপুর বিধানসভার মথুরাপুর জ্যোৎমুরালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

দুপুর ২ টোর মধ্যেই প্রায় ভোট শেষ।জামালপুর বিধানসভার শ্রীমানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্র না বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেল ? ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছেন,লস্যি খাচ্ছেন,বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং তারপর নির্ভয়ে ধীরে সুস্থে ভোট দিচ্ছেন।ভোট কেন্দ্রে গেলেই লাল গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছাও জানানো হচ্ছে।ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত ১৩১ নং অনন্তপুর মডেল বুথের ছবি।

বিকেল ৫ টার সময়েও দীর্ঘ লাইন।ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত গেঁটেগোড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

বাড়ি বাড়ি বয়স্ক (৮৫ বা তদুর্ধ্ব) ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ।ধনেখালি বিধানসভার খানপুর ১০ নং বুথের ছবি।

ধনেখালির দক্ষিণ সিমলা এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করতে রাতের অন্ধকারে টাকা বিলির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,সন্দেহজনক ভাবে শুক্রবার এলাকায় একটি চার চাকা গাড়ি ঘুরতে দেখে গাড়িটি আটক করে গ্রামবাসীরা। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী।আটক গাড়ি থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজার ৮৮০গ্ধ টাকা উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানা গেছে।গাড়ির ড্রাইভার সহ ৩ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

দুপুর দেড়টার মধ্যেই ফাঁকা ভোট কেন্দ্র।ধনেখালি বিধানসভার গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালিডাঙা প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

আউশগ্রাম বিধানসভার কোটা চাঁদিপুর ১৪১ নং বুথে ৮৫ বছর বয়স্ক বা তদুর্ধ্ব এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে হাজির পূর্ব বর্ধমান জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক শ্বেতা আগরওয়াল।

নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার বার্তা নিয়ে বুধবার দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন বুথে বুথে ঘুরলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে কথা বললেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিক শ্বেতা আগরওয়াল।বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার ছবি।

গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার অপেক্ষায়। জামালপুর বিধানসভার নারায়নপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান পুলিশের।সম্প্রতি হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সিঙ্গুর থানা এলাকার হাজরাপাড়া এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ৩২০ লিটার চোলাই মদ এবং ১২৬০০ লিটার মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করল পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

# কঠোর নিরাপত্তায় ভোট গণনার প্রস্তুতি

## অরিজিত চক্রবর্তী

দু'দফায় রেকর্ড ভোটদানের পর কঠোর নিরাপত্তায় ভোট গণনার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।আগামী ৪ মে রাজ্যজুড়ে ভোট গণনা হবে।এবার ২৯৪ টি আসনের ভোট গণনা হবে ৮৭ টি কেন্দ্রে।রাজ্যে ভোটের দফা কমার সঙ্গে সঙ্গে গণনা কেন্দ্রের সংখ্যাও কমেছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভোট গণনা হয়েছিল ৯০ টি কেন্দ্রে।২০২১ সালের ভোটে সেটি বাড়িয়ে করা হয় ১০৮ টি। তবে এবারে সেই সংখ্যাও কমিয়ে আনা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায়। এই জেলার ৩৩টি আসনের ভোট গণনা হবে আটটি কেন্দ্রে।এর পরেই আসন সংখ্যার নিরিখে দক্ষিন ২৪ পরগনার স্থান।এই জেলার ৩১ টি আসনের ভোট গোনা হবে ১২ টি কেন্দ্রে।কমিশন জানিয়েছে,কলকাতার ১১ টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা করা হবে পাঁচটি কেন্দ্রে।উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি আসনের গণনা হবে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে।জলপাইগুড়ির সাতটি আসনের গণনা দুটি কেন্দ্রে হবে।এছাড়াও কোচবিহারের ৯ টি আসনের গণনা পাঁচটি কেন্দ্রে,দার্জিলিংয়ের ৫ টি আসনের গণনা তিনটি,উত্তর দিনাজপুরের ৯টি আসনের গণনা দুটি,দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬ টি আসনের ভোট গণনা দুটি কেন্দ্রে, মালদহের ১২ টি আসনের গণনা দুটি কেন্দ্রে, মুর্শিদাবাদের ২২ টি আসনের গণনা ছ' টি, নদিয়ার ১৭ টি আসনের ভোট গোনা চারটি,হাওড়ার ১৬ টি আসনের গণনা চারটি কেন্দ্রে,হুগলির ১৮ টি আসনের গণনা ছ'টি,পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬ টি আসনের গণনা চারটি,পশ্চিম মেদিনীপুরের ১৫ টি আসনের গণনা চারটি,পুরুলিয়ার ৯ টি আসনের গণনা তিনটি কেন্দ্রে, বাঁকুড়ার ১২ টি আসনের গণনা তিনটি,পূর্ব বর্ধমানের ১৬ টি আসনের গণনা তিনটি, পশ্চিম বর্ধমানের ৯ টি আসনের গণনা দুটি,বীরভূমের ১১ টি আসনের গণনা তিনটি এবং ঝাড়গ্রামের ৪ টি আসনের ভোট গণনা হবে একটি

কেন্দ্রে।

ভোট গ্রহণের পর ইভিএম ও ভিভিপ্যাটগুলি ৮৭ টি স্ট্রং রুমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রতিটি স্ট্রং রুমে রয়েছে আধা সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা।২৪ ঘণ্টা সিসিটিভির নজরদারিও থাকছে।স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে দ্বি-স্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা।একটি চাবি থাকবে জেলা শাসকের কাছে, অন্যটি সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধির কাছে।গণনা শুরুর আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা স্ট্রং রুমের বাইরে নজরদারি করতে পারবেন।গণনা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন আরও কিছু নির্দেশিকা জারি করতে পারে।গণনার সময় লোডশেডিং হলে তার আগাম ব্যবস্থা রাখতে বলেছে কমিশন।করা হবে ভিডিওগ্রাফি।

ইতিমধ্যেই গণনা কেন্দ্রগুলি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সাতশো কোম্পানির বেশি আধা সামরিক বাহিনী গণনা কেন্দ্র ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে রাজ্য পুলিশ।এবারে দু'দফায় রাজ্যে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ভোট নেওয়া হয়।প্রথম দফায় ভোট পরে গড়ে ৯৩ শতাংশ।অন্যদিকে,শেষ দফায় ভোট পরে গড়ে ৯২ শতাংশ।স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে যা সর্বকালীন রেকর্ড।দু'দফায় সব মিলিয়ে প্রার্থী ছিলেন ২৯২৬ জন।

শান্তিপূর্ণ ভাবেই হল ভোট গ্রহণ।ধনেখালি বিধানসভার দশঘরা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি।

গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন।শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ হল ভোট।ধনেখালি বিধানসভার দশঘরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছবি।

উৎসবের মেজাজে শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ হল ভোট। গুড়বাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি

দুপুর দু'টোর মধ্যেই ফাঁকা ভোট কেন্দ্র।শিপতাই হাইস্কুলের ছবি।

শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ হল ভোট উৎসব।জামালপুর বিধানসভার বাহাদুরপুর এলাকার ছবি।

## এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সমর হাজরার সমর্থনে জৌগ্রাম স্টেশন বাজারের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন সিপিএমের যুব নেতা অয়নাংশু সরকার।

● ''জামালপুরে সমর হাজরা'ই জিতবে।অন্য কেউ নয়।মানুষ মনের মধ্যে লিখে ফেলেছে ৫ তারিখ থেকে ফের জামালপুরের বিধায়কের নাম সমর হাজরা'', প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন সিপিএম যুব নেতা অয়নাংশু সরকার।

● ''জাতি ধর্ম বর্ণ দল মত নির্বিশেষে আমি মানুষের বিধায়ক হয়ে এখানে সবার জন্য কাজ করতে চাই'', মন্তব্য করলেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার।

● ''বালি খেয়ে খেয়ে তৃণমূল নেতাদের পেট ভর্তি হয়ে গেছে'' সমর হাজরার সমর্থনে জৌগ্রাম স্টেশন বাজারে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএমের যুব নেতা অয়নাংশু সরকার।

● সমর হাজরার সমর্থনে জৌগ্রাম স্টেশন বাজারে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে ভোট কাটুয়া বলে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী।

● ''মানুষ তৃণমূল-বিজেপির খপ্পর থেকে বেরোতে চাইছেন।বামপন্থীদের দিকে আসছেন।তৃণমূলকে ভোট দেওয়া আর বিজেপিকে ভোট দেওয়া দুটোই এক'', জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সমর হাজরার সমর্থনে জৌগ্রাম স্টেশন বাজারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূল আর বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী।

● ''জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী'', প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার।

● ''এরা সব সময় বালি নিয়ে ব্যস্ত,মানুষের কাজ করবে কোন্ সময়'', খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিকের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার।

● বামের ভোট রামে নয়,এবার রামের ভোট বামে চলে যাবার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

● যারা ট্রাইব্যুনালে অনলাইনে আবেদন করেছেন তারা স্টাটাস চেক করবেন মাঝে মধ্যে,ট্রাইবুনাল কাজ শুরু করেছে, অ্যাপ্রুভালও দিচ্ছে।

● কর্মরত সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগ তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা এলাকায়, অভিযোগের তীর তৃণমূল কর্মীদের দিকে।তারকেশ্বরে কি হারের আতঙ্কে ভুগছে তৃণমূল ? উঠছে প্রশ্ন।

● সংবাদ পরিবেশন করা সাংবাদিকের কাজ,তা আপনার ভালো লাগতেও পারে,নাও লাগতে পারে।কিন্তু খবর পছন্দ না হলে সাংবাদিককে আপনি হেনস্থা করবেন এটা কখনোই কাম্য নয়।

● ''নির্ভয়ে ভোট দিন'',গ্রামে গ্রামে পৌঁছে বার্তা দিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক।

● সাঁজোয়া গাড়ি টাইগারে খেয়ে নেবে, হুঙ্কার অনুব্রত'র।

● শমিক ভট্টাচার্যের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান গৌর মন্ডল সহ জামালপুরের বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা।

● ''বাংলার আবহাওয়া পাল্টাচ্ছে'',করণদীঘি'তে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী হাজি সাহাবুদ্দিনের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● হুমায়ূন কবীর যে ভাষায় কথা বলছেন তা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।কথা বলার সময় সংযত হওয়া উচিত।নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আপনাদের কাছ থেকে শিখবে কি ?

● গ্রাম্য বিবাদ কিংবা পারিবারিক ঝগড়াকে রাজনৈতিক বিবাদ বলে চালাবার চেষ্টা করবেন না।গুজবে কান দেবেন না,গুজব ছড়াবেন না। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

● রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না।চিরস্থায়ী কেউ নয়।মানুষই শেষ কথা। মানুষ কাকে যে কখন হিরো বানাবে, আর কাকে যে কখন জিরো বানাবে তা আগাম কেউ বলতে পারে না।

● সরকার পাল্টালেও জনমুখী চালু সরকারি প্রকল্প কখনো বন্ধ হয় না।যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন,মানুষের মন পেতে জনমুখী প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।এটাই বাস্তব।

● ভোটার কারও কেনা নয়।মানুষ এখন অনেক সচেতন।তাই যতই প্রলোভন দেখান না কেন মানুষ কিন্তু মাইন্ড সেট করে নিয়েছে।ভেট দিয়ে আর ভোট হবে না।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103